মাওলানা ভাসানী কর্তৃক প্রকাশিত হক কথা পত্রিকায় ১৯৭৪ সালের সম্পাদকীয়:

'৭৬ সালের ১৬ মে ঐতিহাসিক লংমার্চ সমাবেশে মওলানা ভাসানী

মাওলানা ভাসানী হক কথায় লিখেন, "একদিন শয়তানের প্রধানকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না। শয়তানের সকল শাখায় সংবাদ পৌছে গেল যে, শয়তান প্রধাননের কোন খবর ...নাই। খবর পাওয়া মাত্রই দুনিয়ার সকল শয়তান জরুরী ভিত্তিতে মিটিংয়ে মিলিত হয় এবং ব্যাপক অনুসন্ধান চালানো হয়। কিন্তু দুদিন পার হওয়ার পরও কোন সন্ধান কেউ দিতে পারেনি। অতপর শয়তানের যে এজেন্ট জাহান্নামের দায়িত্বে আছেন তাকে ফোন করা হল, শয়তান প্রধানকে আল্লাহ কোন গোপনে জাহান্নামে ঢুকিয়ে রেখেছে কিনা? খবর আসল তিনি জাহান্নামে নাই। তাহলে বেহেশতে দেখ আল্লাহ কোন তাকে মাফ করে দিয়ে সেখানে রেখেছে কিনা? সকল সম্ভাব্য সুত্রে খবর নিয়ে দেখা গেল তিনি সেখানেও নেই। শয়তানের সকল এজেন্সীগুলো আবারো সচল হল এবং শয়তান প্রধানকে ভূপৃষ্টে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। কোথাও থেকে কোন আশাব্যঞ্জক খবর পাওয়া গেলনা।

দুদিন পর অকস্মাত খবর আসল শয়তান প্রধানকে পাওয়া গিয়েছে। সবাই প্রশ্ন করল কোথায়?? উত্তর আসল তিনি বাংলাদেশের বঙ্গভবনে। আবারো প্রশ্ন তিনি ওখানে কি করছেন? মাধ্যম উত্তরে জানালেন তিনি এখন শেখ মুজিবের পা টিপাটিপি করিতেছেন। সব শয়তান তাজ্জব হয়ে গেলেন দুনিয়ার এতকাজ থাকতে শয়তান প্রধান শেখ মুজিবের পা কেন টিপতেছেন কেন? তার সাথে কি কথা বলা যায়? উত্তর আসল এমুহুর্তে কথা বলার সময় ওনার হাতে নাই, কেউ যাতে ওনাকে বিরক্ত না করে। তারপরও সকল শয়তান তাদের প্রধানের নিকট অনুনয় বিনয় করে জানতে চাইলেন শেখ মুজিবের পা টিপার রহস্যটি কি? অবশেষে শয়তান প্রধান জানালেন, শয়তান প্রধান নিজেও একজন মানুষকে গোমরাহ করতে অনেক কষ্ট করতে হয়। কখনও সফল হন কখনও ব্যর্থ হন। কিন্তু শেখ মুজিব যেভাবে একটি বক্তৃতা দিয়ে তার সকল অনুসারীদের গোমরাহ করেন, সে যোগ্যতা শয়তান প্রধানের নেই। শেখ মুজিব এককথায় যতজন মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে পারেন, শয়তান প্রধান সারা জীবনেও তা করতে পারেন না। আর ৭ই মার্চের ভাষনে শেখ মুজিব এক বক্তৃতায় সাড়ে সাত কোটি মানুষকে গোমরাহ করেছে, যা কিনা সকল শয়তান সদস্য ১০০ বছরে করতে পারেনা। তাই শয়তান প্রধান অন্য সকল কাজ বাদ দিয়ে একজনের পা টিপাতে লেগে গেছেন, যদি শেখ মুজিবের মাধ্যমে আরেকটি বক্তৃতা বের করা যায় এই আশায়।"

মাওলানা ভাষানী কর্তৃক প্রকাশিত হক কথা পত্রিকাটি তারপরদিনই নিষিদ্ধ করা হয় চিরতরে। মাওলানা ভাষানী গ্রেফতার হন, নিক্ষিপ্ত হন জেলের প্রকোষ্টে। এখানে উল্লেখ্য মাওলানা ভাষানী শেখ মুজিবর রহমানের রাজনৈতিক গুরু ছিলেন। ৬৭ থেকে ৬৯এর গন আন্দোলন মূলত মাওলানা ভাষানীর সৃষ্টি, সে সময় শেখ মুজিবর রহমান আগরতলা ষড়যন্ত্রে পরিকল্পনারত অবস্থার ব্যস্থ। পরর্বতীতে মাওলানা ভাষানীর সমূদয় ফসল শেখ মুজিবের ঘরে যায়। মুজিব হয়ে যায় 'এক্সিডেন্টাল হিরো'। যাহোক দেশ স্বাধীন হয়, মানুষের ভাগ্যের আর পরিবর্তন হয়না। এ সর্ম্পকে সরকারকে ইতিবাচক বহু লিখা মাওলানা লিখেছেন, দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। ফল হল চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনীর মত। অতপর: মাওলানা এই সম্পাদকীয় লিখেন। এমনিতেই মুজিব কখনো সমালোচনা বরদাশত

করতেন না, তাই গুরু সমালোচনা করেছেন নাকি শত্রু করেছেন এই চিন্তারও দরকার ছিলনা শেখ মুজিবর রহমানের। [জগৎ বিখ্যাত সাংবাদিক অরিয়েনা ফ্যালাসী যিনি সমসাময়িক পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ নেতা ও বিতর্কিত দেশ-কর্তাদের সাক্ষাৎকার নিয়ে সাংবাদিকতার ইতিহাসে একজন কিংবদন্তী হয়েছেন, যার প্রকাশিত বিখ্যাত বইটির নাম 'ইন্টারভিউ উইথ হিস্ট্রি', সেই অরিয়ানার মুখে বাংলাদেশের তথাকথিত 'জাতির পিতা' সম্পর্কে মন্তব্যে এবং একটি সাক্ষাৎকার পড়তে এখানে **টোকা মারুন**। আর 'বাঘ-শিয়াল' (বাকশাল) জন্ম দেয়ার পর মুজিবের কণ্ঠ শুনতে এখানে **টোকামারুন**। গ্রামে গঞ্জে, হাটে বাজারে মুর্খ জনগনকে সম্মোহীত করে ঔষধ ও বড়ি বিক্রিকারী সেই ফেরিওয়লা অথবা কবিরাজের কথা তখন হয়ত অনেকের মনে পড়ে যাবে। মুর্খ জাতির মুর্খ পিতা, তাই অকালে তার তথাকথিত সন্তানদের 'অনাথ' করে গেল আর জাতির কণ্ঠে ঝুলিয়ে দিয়ে গেল অকাল বৈধব্যের হতভাগ্য এক তকমা।]

বদরুদ্দৌজা চৌধুরী, ঢাকা, ১৫ই আগষ্ট ২০১০